বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ ০৪:

জসীম উদদীন, পঞ্চপান্ডব

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মেয়েটির নাম মমতাজ, তখন ক্লাস নাইনে পড়েন। নানা-নানির কাছে থাকেন। তাঁর নানা মৌলভি ইদ্রিস সাহেবকে একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিকসের লেকচারার শফিউল্লাহ সাহেব বললেন, 'আপনার বাড়িতে আগামীকাল একজন গুণী মানুষকে নিয়ে আসব, যদি অনুমতি দেন। ভদ্রলোক একজন কবি।'

অতিথি একজন কবি শুনে ইদ্রিস সাহেব খুব খুশি হলেন। কারণ, তিনি নিজেও কবিতা লেখেন!

শফিউল্লাহ সাহেবের বর্ণিত কবির নাম ##। নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে নিয়ে হাজির হলেন শফিউল্লাহ সাহেব। খানাপিনার সঙ্গে অনেক গল্প হলো। কবির বেশ ভালো লেগে গেল এই সরল, কবিতামুগ্ধ বৃদ্ধকে।

পনেরো-ষোলো দিন পর কবি আবার এলেন মৌলভি ইদ্রিস সাহেবের বাড়িতে।

নিজের ঘরে বসে নাতনি মমতাজ তখন টেবিলে ছড়ানো বই-খাতা গুছাচ্ছিলেন, তখনই প্রথমবার কবিকে দেখেন মমতাজ।

পরে এই দিনের কথা স্মরণ করে মমতাজ স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, 'দেখি এক ভদ্রলোক এই ঘরের সামনে দিয়া আমার দিকে চাইতে চাইতে বারান্দা পার হইল। আমিও চাইয়া রইলাম।'

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মমতাজের রূপে মুগ্ধ কবি আবার এলেন কুড়ি-পঁচিশ দিন পরেই। এবার এসে সোজা ঢুকে পড়লেন সেই কিশোরীর পড়ার ঘরে।

চেয়ারে বসে একটা খাতা টান দিয়ে নিয়ে বললেন, 'খুকি, তুমি এই খাতাটা আমাকে দিবা, আমি তোমাকে একটা কবিতা লেইখা দেই?'

মমতাজ মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বললেন। কবি কিছুক্ষণ বেশ কাটাকুটি করে এক পৃষ্ঠায় কবিতা, অন্য এক পৃষ্ঠায় গান লিখলেন। কবিতাটি ছিল—

আমারে করিও ক্ষমা
সুন্দরী অনুপমা
তোমার শান্ত নিভৃত আলয়ে
হয়তো তোমার খেলার বাসরে
অপরাধ রবে জমা
আমারে করিও ক্ষমা।

নবম শ্রেণির ছাত্রী মমতাজ তখনো জানতেন না, তাঁদের বাংলা পাঠ্যতালিকায় 'রাখাল ছেলে' যে কবিতাটি আছে, যে কবিতাটি তাঁর খুবই প্রিয়, সেই কবিতা লিখেছেন তাঁর সামনে বসা কবি জসীমউদ্‌দীন স্বয়ং!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জসীমউদ্দীন: **১৯০৩- ১৯৭৬**

- জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) ছিলেন একজন কবি ও শিক্ষাবীদ। ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম।
- জসীমউদ্দীনকে পল্লিকবি বলা হয় । অনেকে মনে করেন, তিনি 'আধুনিক কবি'।
- জসীমউদ্দীনের কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটে ছাত্রজীবনেই। তখন থেকেই তিনি তাঁর কবিতায় পল্লিপ্রকৃতি ও পল্লিজীবনের সহজ-সুন্দর রূপটি তুলে ধরেন। পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর অস্তিত্ব যেন মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল।
- কলেজজীবনে 'কবর' কবিতা রচনা করে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর এ কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কবি হিসেবে এটি তাঁর এক অসামান্য সাফল্য।
- জসীমউদ্দীন সাহিত্যের নানা শাখায় কাজ করেছেন, যেমন গাথাকাব্য, খন্ডকাব্য, নাটক, স্মৃতিকথা, শিশুসাহিত্য, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি।

কাব্যগ্রন্থঃ

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ - রাখালী প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- নক্সী কাঁথার মাঠ (১৯২৯),
- সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩),
- রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫),
- মাটির কান্না (১৯৫১),
- সুচয়নী (১৯৬১),
- পদ্মা নদীর দেশে (১৯৬৯),
- ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে (১৯৭২),

নাটকঃ

- পদ্মাপার (১৯৫০),
- বেদের মেয়ে (১৯৫১),
- পল্লীবধূ (১৯৫৬),
- গ্রামের মায়া (১৯৫৯)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

স্মৃতিকথাঃ

- ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬১),
- জার্মানীর শহরে বন্দরে (১৯৭৫),
- স্মরণের সরণী বাহি (১৯৭৮),
- বাঙালীর হাসির গল্প,
- ডালিম কুমার ইত্যাদি।

কাহিনী কাব্যঃ

- নক্সী কাঁথার মাঠ (১৯২৯)১৯৩৯ সালে E.M Milford The Field of the Embroidered Quilt

রূপাই ও সাজু

- সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩)(দুলালি (দুলি) সোজন)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জসীমউদ্দীনকে **পল্লিকবি কেন বলা হয়ঃ**

জসীমউদ্দিনকে পল্লীকবি বলার কারণগুলো হলো:

১. তার সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ পায় যে, ভাষা গ্রামের মানুষের মত কিন্তু গ্রাম্য নয়।

২.তার লেখায় গ্রামীণ সংস্কৃতির গভীর এবং প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে।

৩. তাঁর কবিতার অলংকার বা উপমা, রূপক গ্রামের মানুষের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যেমন- লাল মোড়গের পাখার মত উড়ে তাহার শাড়ি।

পড়শীরা কয়! *মেয়ে তো নয়,হলদে পাখির ছা।* ডানা পেলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গাঁ।

জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা-খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু |

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জসীমউদ্দীন বাংলা কবিতায় একাই পল্লী নিয়ে কবিতা লিখেছেন তা নয় বরং কুমুদরঞ্জন মল্লীক, বন্দে আলী মিয়াঁ, যতীন্দ্র মোহন বাগচী পল্লী নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাদের কবিতা যেন ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা পল্লী। একমাত্র জসীমউদ্দীনের কবিতায় পল্লীর প্রকৃত চিত্র, প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। এ কারনে তাকে পল্লী কবি বলা হয়। তাঁর রচিত অধিকাংশ সাহিত্যের পটভূমি গ্রাম ও গ্রামীন জীবন । পল্লী জীবনের নানা অস্ফুট চিত্রও তার কবিতায় অতি যত্নের সাথে চিত্রিত হয়েছে। পল্লীর মানুষের জীবনাচার তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। সহজ- সরল মানুষের সুখ-দু:খ, আনন্দ- বেদনার অনুভূতি অতি দরদ দিয়ে কবি তাঁর কবিতায় চিত্রিত করেছেন । তাই তাঁকে পল্লীকবি বলেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নক্সী কাঁথার মাঠ একটি কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ। রচয়িতা কবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) রচনাকাল ১৯২৯। নক্সী কাঁথার মাঠ একটি শিল্পসফল কাহিনি কাব্য। কাব্যটি চোদ্দটি সর্গ বা ছোট ছোট দৃশ্যপটে বর্ণিত। কাব্যিকভাবে সবকটি দৃশ্য মিলে এতে একটি সামগ্রিক জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে অসাধারণ শৈল্পিকতার সঙ্গে।

নাটকীয় দৃশ্য পরম্পরায় সজ্জিত এ কাব্যের কাহিনীচিত্র পল্লিকিশোর রূপা ও পল্লিকিশোরী সাজুর প্রেমের পটভূমি, বিকাশ ও এর করুণ পরিণতিকে আশ্রয় করে দৈনন্দিন কর্মধারা, প্রতিদিনকার ঘরকন্নার অতি বাস্তব ছবি, গ্রামীণ উৎসব-অনুষ্ঠানের নিপুণ বর্ণনা, গ্রাম্য-কলহ, জমিজমা-সংক্রান্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি বিষয়ে পল্লবিত। এর প্রতিটি দৃশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ, বাস্তবধর্মী ও কবিত্বময়। রূপা ও সাজুর এ কাহিনিকে কবি 'করুণ গাথা' বলে আখ্যায়িত করেছেন কারণ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দুটি প্রাণ প্রেমের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। আর নক্সী কাঁথার ফোঁড়ে ফোঁড়ে সে বেদনার কাহিনি বিধৃত হয়েছে:

'বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে,
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশি বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে আসিয়া দেখিল সেই কবরের গায়
রোগ পান্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সারা গায়ে তার জরায়ে রয়েছে সেই নক্সী কাঁথা,

আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।'

লোকজ প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ, কলহ, ঘৃণা ও বীরত্বের গাথা চিত্রায়নে এ কাব্য কবির সৃষ্টিকুশলতায় সমৃদ্ধ। এ কাব্যটি প্রকৃতপক্ষে পুরাতন কাব্যগাথার বিবর্তিত সাহিত্যিক রূপ। এতে ভাষার পরিমার্জন সত্ত্বেও গঠনরীতিতে প্রাচীন গাথার অনুসৃতি লক্ষ করা যায়, পাশাপাশি আধুনিক যুগোচিত কাহিনির বিস্তৃতি সাধন, মনোবিশ্লেষণ, চরিত্রাঙ্কণ ও বিস্তৃত বর্ণনার প্রতি প্রবণতা রয়েছে। কাব্যের ভাষা ভঙ্গিতে গ্রাম্যগাথার আদল সামান্য বজায় রেখেও সামাজিক পটভূমিতে প্রতিস্থাপন করে কাব্যের আখ্যান ভাগ বিস্তৃত করেছেন, গল্পাংশ বর্ণনায় নাটকীয় সংস্থান সৃষ্টি, চরিত্রগুলোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার ঝোঁক এবং নরনারীর হৃদয়াবেগ নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন এবং অতি সফলভাবে। সর্বোপরি কাব্যের ভাষা দ্রুতগতিসম্পন্ন, সরল, অনাড়ম্বর ও লোকজ অলংকারসমৃদ্ধ।

কবির অন্যান্য কাব্যের মতো এ কাব্যেও বৈষ্ণব প্রভাব রয়েছে; বৈষ্ণব পদকর্তাদের মতো তিনি রূপার কৃষ্ণরূপে-গ্রাম্য লোকদের চিত্ত নিবেদনের স্বরূপের মধ্যে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কাব্যটি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন-'ইহার উপাদান বাঙ্গালীর চিরাভ্যস্ত, গীতিকবিতার কতকগুলি সুর ও ছন্দ, কিন্তু নানা সুর একত্র করিয়া একটি বড় রাগিনী সৃষ্টি করার শিল্পশক্তি ইহার আছে। নানা কুসুমের মালার মতই খন্ড কবিতা লিখে একটা অখন্ডরূপ দেওয়ার বিলক্ষণ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শক্তি ইনি দেখাইয়াছেন, ইহাতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও প্রচুর সৌন্দর্যের সমাবেশ দেখা যায়।' ১৯৩৯ সালে E.M Milford The Field of the Embroidered Quilt নামে এর ইংরেজি অনুবাদ করেন।

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া |
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা-খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু |
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল |
কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষি,
মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

পড়শীরা কয়! *মেয়ে তো নয়,হলদে পাখির ছা*।ডানা পেলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গাঁ।

সোজন বাদিয়ার ঘাট

শিমুলতলী গ্রামে বাস করে দুটি সম্প্রদায়, হিন্দু এবং মুসলিম। দুটি ভিন্ন সম্প্রদায় হলেও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক থাকে ভ্রাতৃত্বের চেয়েও বেশী। দেখা যায় মুসলিম বাড়িতে কেউ মারা গেলে তার জন্য হিন্দু বাড়ির তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলে। আবার হিন্দু বাড়িতে ছেলে অসুস্থ হলে তার জন্য পানি পড়া দেন মুসলিম পীর সাহেব। এক কথায় পুরো গ্রামটি মিলে একটি পরিবারের রূপ নেয়। যেখানে প্রত্যেকেই অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী। এই গ্রামেরই নমুদের নেতা গদাই মোড়লের চঞ্চল কন্যা দুলালী, যার ডাকনাম দুলী। সদা উড়ে বেড়ান পাখির ন্যায় দুলীও ঘুরে বেড়ায় পুরো গ্রাম জুড়ে। তার সব সময়ের সাথী একই গ্রামের দমির শেখের ছেলে সোজন। ছোটবেলা থেকেই একে অপরের খেলার সাথী, একে অপরের পরম আপনজন। সোজন কখনো পেছন থেকে দুলীকে ডাক দিলে, দুলীর পাকা আম কুড়িয়ে পাওয়ার মত আনন্দ হয়। দুলীর ইচ্ছে হয়, সিঁদুরের কৌটোয় সোজনকে আপন করে লুকিয়ে রাখতে। আবার সোজনের ইচ্ছে বড় হয়ে তার বাড়ির আঙ্গিনায় কুমড়ো চাষ করবে, তবে তা সবজীর জন্য নয়, দুলী যদি শখের বসে একটি কুমড়ো ফুল খোপায় বাঁধে!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

একসময় মুসলিমদের মহরম অনুষ্ঠানে শিমুলতলীর হিন্দুদের মারধোর করে পাশের গ্রামের মুসলিমরা। এতে করে তারা নায়েব মশায়ের কাছে বিচারের জন্য গেলে হিন্দু নায়েব তার স্ব সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতিশোধ নিতে ক্ষেপিয়ে তোলেন। এবং তা শিমুলতলীর নিরীহ মুসলমানদের প্রতি। কিন্তু শিমুলতলীর হিন্দুরা তাদের প্রতিবেশী, ভ্রাতৃসম শিমুলতলীর মুসলিমদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে অপারগতা জানায়। এতে করে ক্ষেপে যান হিন্দু নায়েব। অত:পর তিনি হিন্দুদের দেব-দেবীর আক্ষ্যা দিয়ে প্রতিশোধে উদ্বুদ্ধ করেন। হিন্দুদের এই আক্রমণের সংবাদ মুসলিমরা আগেই পেয়ে থাকে, তাই রাতের অন্ধকারে তারা প্রিয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ সময়ে এসে যে হিন্দুরা তাদের প্রতিবেশীর প্রতি আক্রমণের মত পাল্টায় তা মুসলিমরা কখনোই জানতে পারে না।

এক পর্যায়ে সমাজের চোখে ছেলে-মেয়ে দুটো বড় হয় এবং দুলীর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়। তখন দুলী বুঝতে পারে যে তার ছোটবেলার খেলার সাথী সোজনকে ছেড়ে যেতে পারবে না। সে তার একটাও মন সোজনকে দিয়ে ফেলেছি, চাইলেই কুমড়োর ফালির মত কেটে কেটে সবাইকে বিতরণ করতে পারবে না। বিয়ের দিনে দুলী, সোজনকে আড়ালে ডেকে তার মনের কথা খুলে বলে। সোজনের নিজের সাথে মিলে গেলেও সে তার পরিবার, সম্প্রদায়ের কথা ভেবে দুলীকে বোঝাতে চেষ্টা করে। এবং যখন দুলী আকাশ-বাতাস সাক্ষী রেখে সোজনকে স্বামী বলে ঘোষণা করে তখন আর সোজনের কিছুই করার থাকে না।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দুলালি (দুলি) হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায় নমু গোত্রের এক লোক গদাই নমুর মেয়ে। দুলি মেয়েটির গায়ের রঙ কালো, তবে চেহারার গড়ন অনন্য। তার রূপের কদর করতে গিয়ে কবি বলেছেন,

"সোনা রূপার গয়না তাহার পড়িয়ে দিলে গায়। বাড়তো না রূপ,অপমানই করা হতো তায়!"

দুলি স্বভাবত বেশ চঞ্চল এবং ভবঘুরে স্বভাবের ছিলো। বেথুল তুলে, ফুল কুড়িয়ে, ফলের ডাল ভেঙ্গে এবং সারাটি গ্রাম টহল দিয়ে তার দিন কেটে যেতো। মাঝে মাঝে সে তার পুতুলের বিয়ে দিতো, এবং গায়ের অনেক কিশোর কিশোরীকে নিমন্ত্রণ করতো।

সোজন একজন মুসলিম পরিবারের ছেলে। দুলির সকল কাজের সবচাইতে বড় সহযোগী ছিলো সে। তার বাবার নাম ছিলো ছমির শেখ। সেও যেন দুলিরই এক অন্য সংস্করণ। দুলির মতো সেও ছিলো ভবঘুরে স্বভাবের।

সারাদিন ভর সেও বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। গাছে গাছে ফল পাকুর পারতো এবং পাখির বাসার সন্ধান করতো। বাসায় গিয়ে দেখতো কয়টা ছানা ফুটেছে। তার রূপের ছটা সম্পর্কে ওতটা না জানা গেলেও জানা যায় তার মাথায় বাবরি চুল ছিলো।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কবরঃ

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা।
সোনালী ঊষায় সোনামুখে তার আমার নয়ন ভরি,
লাঙ্গল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত,
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোর তামাশা করিত শত।

এমন করিয়া জানিনা কখন জীবনের সাথে মিশে,
ছোট-খাট তার হাসি-ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালা এক ছড়া নিতে কখনও হতনা দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ির বাটে !
হেস না-হেস না-শোন দাদু সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদী যে তোমার কত খুশি হোত দেখিতিস যদি চেয়ে।
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, 'এতদিন পরে এলে,
পথপানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি জলে।'

কবর কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের এক অতুলনীয় অবদান। এটি কবির "রাখালী" কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি কাহিনী কবিতা যা ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এ ধরনের কবিতাকে বলা হয় 'ড্রামাটিক মনোলগ'।

Dramatic monologue, a poem written in the form of a Speech of an individual character; it compresses into a single vivid scene a narrative sense of the speaker's history and psychological insight into his character.

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

This form is associated with Robert Browning, who raised it to a highly sophisticated level in such poems as:

- My Last Duchess
- The Bishop Orders His Tomb at St. Praxedes Church
- Fra Lippo Lippi," and "Andrea del Sarto

'ড্রামাটিক মনোলগ হল এক ধরনের কবিতা যা একটি স্বতন্ত্র চরিত্রের বক্তৃতার আকারে লেখা।

একজন গ্রামীণ বৃদ্ধের একে একে সকল প্রিয়জন হারানোর বেদনা কবি জসীম উদদীন দক্ষ বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। দীর্ঘ এ কবিতার চরণ সংখ্যা ১১৮।

'কবর' কবিতায় যে বেদনাবিধুর আর্তি ধ্বনিত হয়েছে, তা কেবল গ্রামীণ জনপদের নয়; বরং এ সব সময়ের আধুনিক-অনাধুনিক, উঁচু-নিচু, বালক-বৃদ্ধ সবার। কবিতাটির আবেদনও তাই কাল-পাত্র-পরিবেশ ছাপিয়ে বিশ্ব-চরাচরে গৃহীত হয়েছে মানব-অন্তরের গভীর অনুভূতির আয়নায়। আবহমান গ্রামবাংলার

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

চিরপরিচিত চিত্র ও প্রসঙ্গ রূপায়ণ করতে গিয়ে জসীম উদ্্দীন প্রেম ও রোমান্টিকতার মোহময়তা নির্মাণ করেছেন সুকৌশলে, বাস্তব অভিজ্ঞতার স্নিগ্ধ আলোয়। তার এই পরিচয় সব মহলে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামীণ জীবনের গীতলতায় নিমগ্ন, সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনা চিত্রনে সাবধানি কবি জসীম উদ্্দীনকে আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করি তার কবিতার কথামালায়। আর তাই স্বকীয় ধারায় আপন গতিপথে কাব্যস্রোত প্রবাহিত করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন ১৯০৩ সালে ফরিদপুরের তাম্বুলখানায় জন্ম নেওয়া, বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি জসীম উদ্্দীন।

রাখাল ছেলে

- জসীম উদ্দীন---রাখালী

“রাখাল ছেলে ! রাখাল ছেলে ! বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?”

ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর রঙে নাওয়া,
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা-
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না।”

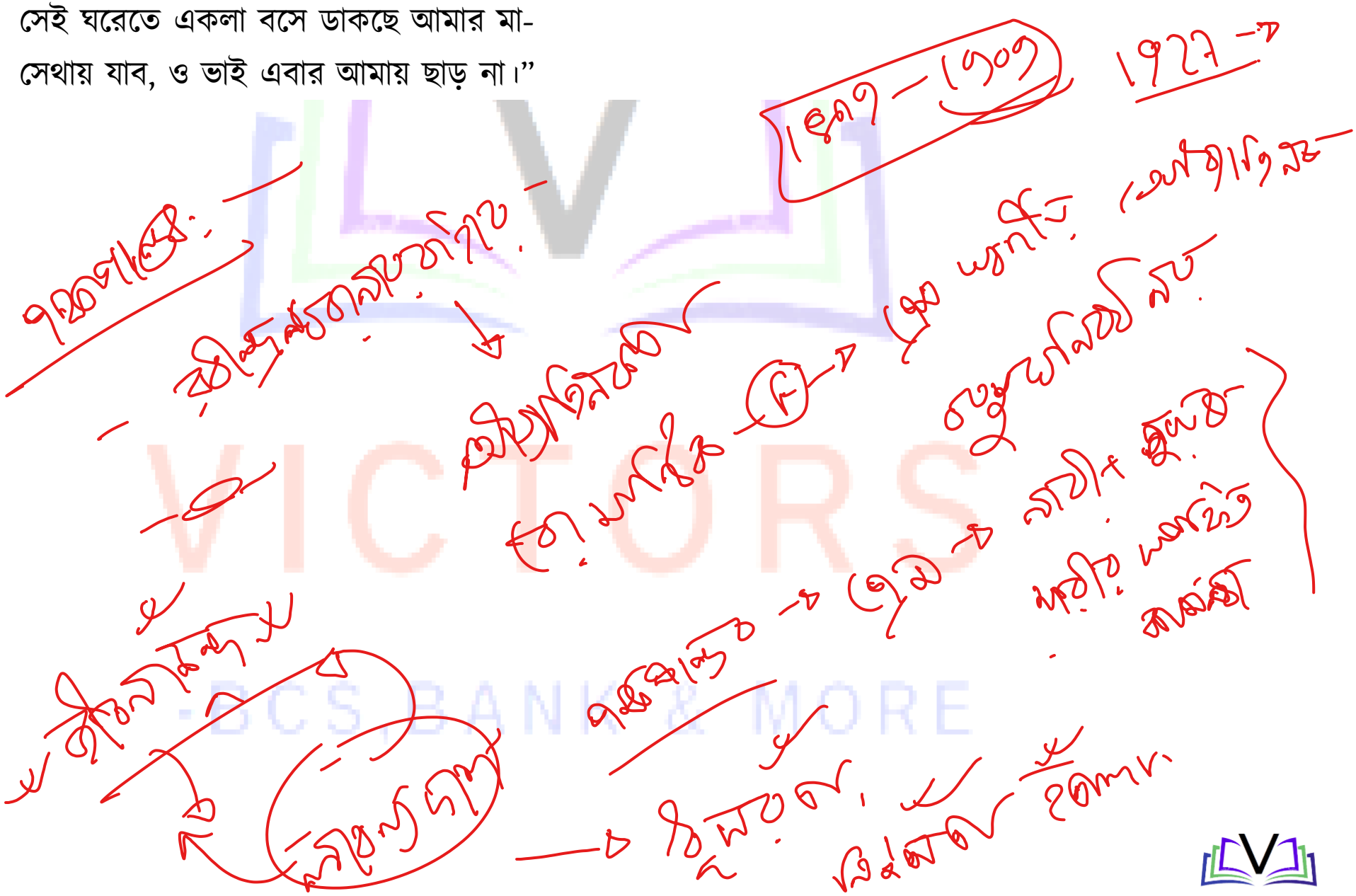

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তী, ত্রিশের দশকে যে পাঁচ কবি রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথমদিকে তার কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব থাকলেও অচিরেই কবিতায় নিজস্ব এক ধারার জন্ম দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী।

অমিয় চক্রবর্তী, ত্রিশের দশকে যে পাঁচ কবি রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথমদিকে তার কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব থাকলেও অচিরেই কবিতায় নিজস্ব এক ধারার জন্ম দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী।

রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর ছিল আত্মার বন্ধন। আট বছর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব ছিলেন এই কিংবদন্তি কবি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জার্মানিতে আইনস্টাইন, আমেরিকায় বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর বিয়ের পাত্রীও পছন্দ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পাত্রী হিয়োর্ডিস সিগার্ডের বাংলা নাম রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন "হৈমন্তী"। ১৯৫১ সালে স্বয়ং আইনস্টাইন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাকে সাহিত্যে বিশেষ বক্তৃতার জন্য। প্রচণ্ড ভবঘুরে ছিলেন তিনি। অসংখ্য দেশ ভ্রমণ করেছেন। তাকে নির্দ্বিধায় বলা যায় বিশ্ব নাগরিক। বিশ্ববিখ্যাত বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছেন অধ্যাপনা, কিন্তু এতো কিছুর বাইরে সর্বাগ্রে ঠাঁই দিয়েছেন কবিতাকে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত কবিতা পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, "খসড়া প্রকাশের পর অমিয় চক্রবর্তীকে উল্লেখযোগ্য বাঙালি কবিদের অন্যতম বলে মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়।" রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে দেখেছিলেন অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য ও বিশ্বসাহিত্যের স্পর্শ। কেবল তাই নয় প্রথমে সাহিত্যের ছাত্র ও পরবর্তীতে সাহিত্যের অধ্যাপক, ধর্মতত্ত্ব-রাজনীতি, দশর্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিশ্বসাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন দারুণ মননশীল মানুষ। তার একটা কবিতা পড়লে দেখা যায়, যেখানে তিনি উঠিয়ে এনেছেন প্রগাঢ় দার্শনিকতার মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে যাওয়া সময় আর সমাজ-সচেতনতা।

"বাঙলার মেয়ে, এসে ছিল তার জীবনের দাবি নিয়ে,

দুদিনের দাবি ফলন্ত মাঠে, চলন্ত সংসারে;

কতটুকু ঘেরে কত দান ফিরে দিতে।

সামান্য কাজে আশ্চর্য খুশি ভরা।

আজ শহরের পথপাশে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সভ্যতা ছোটে তেরোশো পঞ্চাশিকে।"

ছন্দ, শব্দ চয়ন, শব্দ ব্যবহারের ধাঁচ, পঙ্ক্তি গঠনের কায়দা সবকিছু মিলিয়ে বাঙালি কবিদের মধ্যে অনন্য অসাধারণ অমিয় চক্রবর্তী। কঠিন সংস্কৃত শব্দও তার কবিতায় প্রবেশ করেছে অনায়াস অধিকারে। তার কবিতায় জাগ্রত চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে অবচেতনার প্রক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়েছিল বারেবারে।

কাব্য

- *কবিতাবলী (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)*
- *উপহার (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)*
- *খসড়া (১৯৩৮)*
- *এক মুঠো (১৯৩৯)*
- *মাটির দেয়াল (১৯৪২)*
- *অভিজ্ঞান বসন্ত (১৯৪৩)*
- *দূরবাণী (১৯৪৪)*

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- পারাপার (১৯৫৩)
- পালাবদল (১৯৫৫)
- ঘরে ফেরার দিন (১৯৬৪)
- হারানো অর্কিড (১৯৬৬)
- পুষ্পিত ইমেজ (১৯৬৭)
- অমরাবতী (১৯৭২)
- অনিঃশেষ (১৯৭৬)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

...খড়ে-ছাওয়া ঘরের আঙনে

মাঠে ঘাটে-শ্রমসঙ্গী নানাজাতি ধর্মের বসতি

চিরদিন বাংলাদেশ,

ওরা কারা বুনো দল ঢোকে

এরি মধ্যে (থামাও,থামাও);স্বর্ণশ্যাম বুক ছিঁড়ে

অস্ত্র হাতে নামে সান্ত্রী কাপুরুষ,...

বাংলাদেশ কবিতা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিচিত্রমুখী স্রষ্টার নাম বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। সমালোচনা সাহিত্যকে তিনি নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। আধুনিক কাব্যপাঠের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু অপরিহার্য এক নাম। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর কোন বিকল্প নেই। তাঁর বিকল্প তিনি নিজেই। বর্তমানে সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি অধিক প্রাসঙ্গিক। আমরা এ বিভাগে অনেক পিছিয়ে। সাহিত্য সমালোচনার আলোচনা এলেই অবধারিতভাবেই তাই বুদ্ধদেব বসুর নাম সর্বাগ্রে চলে আসে।

ঢাকা থেকে প্রগতি (১৯২৭-১৯২৯) এবং কলকাতা থেকে কবিতা (১৯৩৫-১৯৬০) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কর্ম। কবিতাবিষয়ক কবিতা পত্রিকাটি তখন সাহিত্যিক মহলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে; রবীন্দ্রোত্তর কবিতা-আন্দোলনেও এর ভূমিকা স্বীকৃত। বুদ্ধদেব নিজেও রবীন্দ্র-প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে আসেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শুধু কবিতা নয়, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বুদ্ধদেবের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। তিনি রোম্যান্টিক কবিচেতনার অধিকারী ছিলেন; তবে পরবর্তীকালে তিনি আবেগ অপেক্ষা মননশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মননশীল প্রবন্ধ ও সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গদ্যশৈলীতে আছে ব্যক্তিত্বের ছাপ। পদ্যগদ্য মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: কবিতা বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দ্রৌপদীর শাড়ী (১৯৪৮), শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর (১৯৫৫), যে অাঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮); উপন্যাস লাল মেঘ (১৯৩৪), রাতভর বৃষ্টি (১৯৬৭), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮); গল্পগ্রন্থ অভিনয়, অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩); নাটক তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেকট্রা, সত্যসন্ধ (১৯৬৮); প্রবন্ধ কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্যচর্চা (১৯৫৪), রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭); ভ্রমণ ও স্মৃতিকথা হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), সব-পেয়েছির দেশে (১৯৪১), জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৬), আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩), আমার যৌবন (১৯৭৬); অনুবাদ কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭), শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা (১৯৬০), রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০) ইত্যাদি।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

(১৯০১-১৯৬০) কবি, প্রাবন্ধিক ও পত্রিকা সম্পাদক।

পিতার ল'ফার্মে শিক্ষানবিস হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ কর্মজীবন শুরু করেন; পরে কিছুদিন ইন্সুরেন্স কোম্পানিতেও চাকরি করেন। ১৯৩১ সাল থেকে দীর্ঘ বারো বছর তিনি পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৫-৪৯ সময়কালে তিনি স্টেটসম্যান পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। ১৯৫৭-১৯৫৯ সময়কালে তিনি আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং পরে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

সুধীন্দ্রনাথ কর্মজীবনের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও করেছেন। আধুনিক মনন ও বৈশ্বিক চেতনার কারণে তিনি বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র স্থান লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি: কাব্য তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তরফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫০), দশমী (১৯৫৬); গদ্যগ্রন্থ স্বগত (১৯৩৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)। এছাড়া প্রতিধ্বনি (১৯৫৪) নামে তাঁর একটি অনুবাদগ্রন্থও আছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন ত্রিশের দশকের রবীন্দ্রকাব্যধারার বিরোধী খ্যাতিমান কবিদের অন্যতম। ফরাসি কবি মালার্মের প্রতীকী কাব্যাদর্শ তিনি অনুসরণ করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মননশীলতা ও নাগরিক বৈদগ্ধ্য তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলা কবিতায় তিনি দর্শনচিন্তার নান্দনিক প্রকাশ ঘটান। তিনি বাংলা গদ্যের আধুনিক রূপেরও প্রবর্তক। ১৯৬০ সালের ২৫ জুন কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

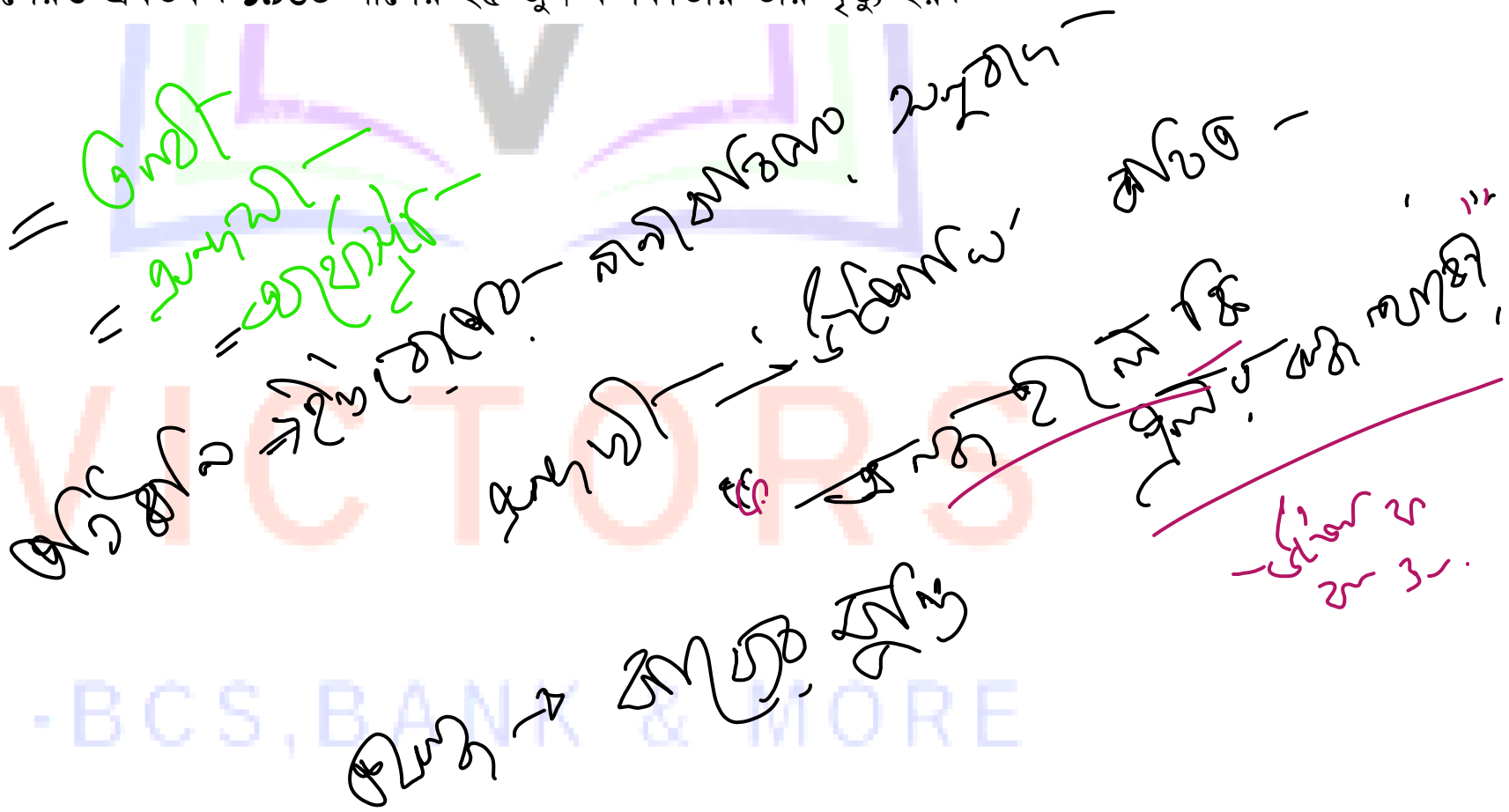

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিষ্ণু দে

(১৯০৯-১৯৮২) কবি, প্রাবন্ধিক, চিত্রসমালোচক ও শিল্পানুরাগী। ১৯২৩ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের ফলে যে নতুন সাহিত্য উদ্যম ও ব্যতিক্রমী শিল্প চেতনার সৃষ্টি হয়, বিষ্ণু দে ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। কিন্তু ১৯৩০ সালে কল্লোল পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় (১৯৩১) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত এর সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও নিরুক্ত নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিষ্ণু দে কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। শুধু সাহিত্য বিষয় নয়, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিবিধ বিষয় নিয়ে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রচনা অভিনন্দিত হয়েছে। গদ্য ও পদ্যে তাঁর বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ: *উর্বশী ও আর্টেমিস* (১৯৩৩), *চোরাবালি* (১৯৩৭), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৪৪), *রুচি ও প্রগতি* (১৯৪৬), *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ* (১৯৫২), *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার* (১৯৫৩), *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* (১৯৫৮), *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত* (১৯৬৩), *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা* (১৯৬৬), *মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা* (১৯৬৭), *In the Sun and the Rain* (১৯৭২), *উত্তরে থাকো মৌন* (১৯৭৭), *সেকাল থেকে একাল* (১৯৮০), *আমার হৃদয়ে বাঁচো* (১৯৮১)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ইত্যাদি। *In the Sun and the Rain* নামে রচনা সংকলনের প্রাপ্য রয়্যালটি তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে দান করেছিলেন। ছড়ানো এই জীবন নামে তাঁর একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ আছে। এছাড়াও রয়েছে ১০টি কাব্য সংকলন, ৭টি অনুবাদগ্রন্থ এবং ২টি সম্পাদিত গ্রন্থ। তাঁর একটি সম্পাদিত গ্রন্থ হচ্ছে এ কালের কবিতা।

বিষ্ণু দে ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার নব্যধারার আন্দোলনের প্রধান পাঁচজন কবির অন্যতম ছিলেন। তিনি মার্কসবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কাব্যভাবনা ও প্রকাশরীতিতে বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতাকে অঙ্গীকার করেই তিনি কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতায় টি.এস এলিয়টের কবিতার প্রভাব রয়েছে। দেশের অতীত ও বর্তমানের নানা বিষয় এবং বিদেশের বিশেষত ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যের বিচিত্র প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যের শরীর ও চিত্রকল্প নির্মাণ করেছে। এসব কারণে তাঁর কাব্য দুর্বোধ্যতার অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জীবনানন্দ দাশ: 1899-1954

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম। তার কবিতায় পরাবাস্তবের দেখা মেলে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যে নজরুল ইসলামের প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্য থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী।

জীবনানন্দ দাশের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

* ঝরাপালক (১৯২৭)
* ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)
* বনলতা সেন (১৯৪২)

জীবনানন্দের প্রথম এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'ঝরা পালক' (১৯২৭) ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬)। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন' ১৯৪২ সালে 'কবিতা ভবন' থেকে এক পয়সার একটি কবিতা সিরিজে প্রকাশিত হলে চারদিকে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তারও আগে 'বনলতা সেন' কবিতাটি জীবনানন্দ যখন কবিতা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ডাকযোগে পাঠান, তখনই কবিতাটি পাঠের পরে বুদ্ধদেব

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথম জানিয়েছিলেন 'বনলতা সেন' কবিতার সঙ্গে অ্যালেন পো রচিত `To Hellen' কবিতার সাদৃশ্যের কথা। জীবনানন্দ 'বিদিশা' এবং 'শ্রাবস্তী' শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন ক্ল্যাসিক চেতনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য আর 'অ্যালেন পো'-এর লেখায় এভাবে গ্রিস ও রোমের স্মৃতি জাগরিত :

To the glory that was Greece
and the grandeur that was Rome.

* গীতি কবিতার গল্প (১৯৪৮)
* রূপসী বাংলা (১৯৫২)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রেম, বিরহ, জীবনের অনিশ্চয়তা, মৃত্যু, একাকীত্ব, উদ্বেগ, আশা, নিরাশা, স্বপ্ন, বাস্তবতা, ইত্যাদি নানামুখী বিষয়ের চিত্রায়ণ দেখা যায়। তার কবিতায় রয়েছে স্বতন্ত্র কবিতার ভাষা, ছন্দ, অলংকার, ইত্যাদি। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলা কাব্যে আধুনিকতার নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে।

জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে:

* কালবেলায় (১৯৫১)
* জীবিত ও মৃত (১৯৫২)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পে প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রেম, বিরহ, জীবনের অনিশ্চয়তা, মৃত্যু, একাকীত্ব, উদ্বেগ, আশা, নিরাশা, স্বপ্ন, বাস্তবতা, ইত্যাদি নানামুখী বিষয়ের চিত্রায়ণ দেখা যায়। তার ছোটগল্পে রয়েছে স্বতন্ত্র গল্পের ভাষা, ছন্দ, অলংকার, ইত্যাদি। জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে:

* কবিতার কথা (১৯৪২)
* সাহিত্য কথা (১৯৫২)

জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধে সাহিত্যের স্বরূপ, কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা, ছন্দ, অলংকার, ইত্যাদি বিষয়ে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তার প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছে।

জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। তার সাহিত্যকর্ম বাঙালির আবেগ, অনুভূতি, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতিফলন। তার সাহিত্যকর্ম পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যকর্মের গুরুত্ব নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি বাংলা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কাব্যে নৈরাজ্যের স্রষ্টা। তবে, এ কথা অনস্বীকার্য যে, জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন।

কবির কবিতা পাঠ করলে মনে হয়, আমাদের চিরচেনা পৃথিবীর বিশাল একটি অধ্যায় তিনি আমাদের জন্য অনুবাদ করে রেখে গেছেন। ক্লিনটন বি. সিলির ভাষায় : 'জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে সাধারণ ছিলেন না, কবি হিসেবে নন বা মানুষ হিসেবে নন। তিনি সোজা কথায় অসাধারণ নির্জনতম একজন কবি।'

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বনলতা সেন

- জীবনানন্দ দাশ

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল-সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয়-সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন ।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মত
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পান্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে - সব নদী - ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রথম পর্যায়ের কবিতার বই 'ঝরা পালক' (১৯২৭)। এখানে প্রকৃত জীবনানন্দকে পাওয়া যাবে না। এসব কবিতায় বিভিন্ন কবির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সত্যিকারের জীবনানন্দ হয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) প্রকাশের পর। প্রকৃতি, দেশজ উপাদানে সমৃদ্ধ এ পর্যায়ের কবিতা। এ ছাড়া 'বনলতা সেন' (১৯৮২) দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতার বই। 'রূপসী বাংলা' কবিতাগ্রন্থ কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কার লেখা বলে দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতা হিসেবে মূল্যায়ন করব। এরপর কবির জীবনে আবার বাঁক নিয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যে পরিবর্তন এসেছে। মৃত্যু, জীবন, হতাশা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞান-ভূগোল ইত্যাদি কবিতার অনুষঙ্গ হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলোকে আমরা কবির জীবনের কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করে আলোচনা করতে পারি। প্রকৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সব পর্যায়ের কবিতায়। 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) হচ্ছে এ পর্যায়ের। মৃত্যুর ঠিক আগে প্রকাশিত হয় 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৪)।

'প্রকৃতি কাউকে ছেড়ে দেয় না' জীবনানন্দ দাশ তা বিশ্বাস করতেন। 'ঝরা পালক' কাব্যে প্রকৃতির কথা রয়েছে। তাঁর কবিতায় একাধিক বাঁক নিলেও প্রকৃতি সব পর্যায়েই লক্ষ্যণীয়। এ কাব্যে কবিপ্রতিভার

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি। কবিতায় দর্শন, চলন কিংবা বলনে সময়ের অঙ্কে উৎসারিত হয়নি। 'ঝরা পালক' পর্যায়ের কবিতায় 'পিরামিড'র মতো কবিতা রয়েছে। তবুও এ কাব্যের কবিতাগুলোতে ঝলক দেখা যাবে না। এ কবিতাগুলো পড়ে জীবনানন্দ দাশ যে 'রবীন্দ্রোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ কবি' তা বোঝা যাবে না। এখানে ইতিহাস আছে, মৃত্যুচেতনার কথা রয়েছে। 'ঝরা পালকে' মোহিতলাল বা নজরুলের প্রভাব দেখা যায়। দেখা যায় বিশ্বসাহিত্যের বেশ কয়েকজনের প্রভাব। তবে জীবনানন্দ দাশ তাদের অনুকরণ করেননি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

'ধূসর পাণ্ডুলিপ' কাব্যের কবিতায় জীবনানন্দীয় ঝলক ও গন্ধ পাওয়া শুরু হয়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যে এসে কবির সমস্ত কবিপ্রতিভার প্রকাশ ও বিকশিত হয়েছে। 'বোধ' কবিতার মতো বেশ কিছু কবিতা তাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে শুরু করে। এখানকার বেদনাহত চেতনা, মীমাংসার অতীত ভাবনা, জীবন-দ্বন্দ্ব, হতাশা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করেছে—যা আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য আগলে রেখেছে। ভাষাকথা, দর্শন, যুক্তি ইত্যাদির প্রকাশ তাকে অনন্য করছে। এসবের প্রয়োগের জন্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে দেখতে পারি। জীবনানন্দ দাশ কবিতায় ভবিষ্যতে কী বলতে চান 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তার একটা নান্দীপাঠ বলে মেনে নিতে পারি। এ পর্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'বনলতা সেন'। এ কাব্যের 'বনলতা সেন' কবিতাটি বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি। একটি কবিতাই তাকে কিংবদন্তিতুল্য করেছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অন্য কবিতা বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতার মর্যাদা দিচ্ছে। ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থ জীবনানন্দের মত্যুর পর প্রকাশিত হলেও লেখা হয়েছিল তিরিশের দশকে। অখণ্ড বাংলার দৃশ্য চিরকাল বেঁচে থাকবে এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে। আমরা হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র রাখি মিউজিয়ামে, প্রদর্শনের জন্য। তেমনই আমাদের আবহমানকালের বাংলা ও প্রকৃতি-প্রতিবেশ টিকে থাকবে এ গ্রন্থের কবিতাগুলো। মিউজিয়ামের কাজ করবে ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থ। দূর-অতীত, অতীত আর বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন হবে যুগ যুগ ধরে। বাংলার নদী, বাংলার জল, বাংলার হেমন্ত যে কেমন ছিল তার জন্য জীবনানন্দের এ কবিতাগুলো পড়তে হবে একসময়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রোমাঞ্চ ও প্রকৃতি মুখ্য উপাদান হয়েছে। কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলির মতো প্রকৃতির মধ্যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছেন। তবে ভাব ও ভাষা প্রকাশে নিজস্ব একটা উঠোন ও স্বর সৃষ্টি করেছেন। জীবনানন্দের প্রকৃতির মধ্যে নতুন ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। যা তাঁর জন্য ও বাংলা সাহিত্যের জন্য নতুন এক যুগের সৃষ্টি করে। অখণ্ড বাংলা ও বাঙালি চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলো। জীবনানন্দ ‘রূপসী বাংলা’ কবিতার মধ্য দিয়ে দুই বাংলাকে অখণ্ড করে সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন। পূর্বে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বাংলার রূপ কেমন ছিল, প্রকৃতি কেমন ছিল, প্রতিবেশ কেমন ছিল তা সাক্ষ্য দিয়ে যাবে। যে বাংলার উপস্থিতি নেই, কিন্তু আমাদের অধিকার আছে, আমাদের মন-মননে চেতনা আছে তা যুগ-যুগান্তরে অন্বয় করে দেবে জীবনানন্দ দাশের এ কবিতাগুলো। তাঁর আগে কোনো কবি এমন লেখেননি, বাঙালির হৃদয়ের কথা, আবেগের কথা, আকাশ-পাখি-নদীর কথা, বনলতা সেনদের কথা। দু'পার বাংলাকে অখণ্ড হিসেবেই উপস্থাপন করে যাবে 'রূপসী বাংলা' কাব্যের সনেটগুলো। কিছুটা আবহ পাওয়া যাবে অন্য গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন কিছু কবিতায়, কবিতার বিচ্ছিন্ন কিছু অংশে। কবি জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য, এ ভ্রমণপথ ব্যাঙের শীতনিদ্রা থেকে জেগে ওঠার মতো পাঠক ও বাঙালির হৃদয়ে সুর তোলে, আলোড়িত করে। 'বনলতা সেন' কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার অভাবনীয়। 'পাখির নীড়' শুধু পাখির বাসা নয়; শান্তির এক জায়গা, প্রশান্তির এক স্থান। যেখানে জীবনানন্দ খুঁজেছেন আশ্রয় ও প্রশ্রয়।

বিশ্বসাহিত্যের অন্য রোমান্টিক কবির মতো তিনিও প্রকৃতির মধ্যে রোমান্স সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতি ও প্রেমের মধ্যে সাঁকো বেঁধে রোমান্টিক-আবহ সৃষ্টি করে চমৎকার সাহিত্যিক পরিবেশ নির্মাণ করেছেন। কীটসের 'অ্যা থিং অব বিউটি ইজ অ্যা জয় ফর এভার' যেন জীবনানন্দের 'পাখির নীড়ের মতো চোখ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তুলে নাটোরের বনলতা সেন'। এটি শুধু নীড় নয়, এটা আস্থা ও শান্তির জায়গা—যার মাধ্যমে জীবনানন্দ আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেতে চেয়েছেন।

অনেকের মতে, জীবনানন্দ সময়কে এড়িয়ে চলেছেন। মানুষকে এড়িয়ে গেছেন। অর্থাৎ নির্জনতাকে বেছে নিয়েছেন। তাই অনেকেই তাকে নির্জনতার কবি বলে থাকেন। অন্তর্নিহিত দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, তাঁর কবিতাতেও বিদ্রোহ আছে, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। আসলে জীবনানন্দ নান্দনিকতার মধ্য থেকেই বিদ্রোহ করেছেন। 'বোধ'র মতো কবিতা কিন্তু এ যুক্তির সপক্ষেই কথা বলবে। ফিনিক্স পাখির মতোই জেগে ওঠে বোধ, বিবেকের সত্তা।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে?

জীবনানন্দের পূর্বে ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ কবি, লেখকের লেখায় স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশচেতনার অবয়ব নির্মিত হয়েছিল। এমনকি জীবনানন্দের সমসাময়িক কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং জসীম উদ্‌দীনের বিষয়ে বলতে হয় : নজরুল দেশপ্রেমের চূড়ান্ত ভাষ্যকার- যিনি তার সশস্ত্র শব্দবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন আর জসীম উদ্‌দীন দেশপ্রেম এবং লোকজ জীবনের স্বতন্ত্র স্বর সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে জীবনানন্দের স্বদেশপ্রেমের অন্তর্তলীয় রূপ এবং অন্তর্নিহিত শক্তি তাকে কবি-প্রসিদ্ধির তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে।

নিসর্গের রূপকার জীবনানন্দ বাংলার রূপ-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে এই বাংলায় অবস্থান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন :

'তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও- আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
(তোমরা যেখানে সাধ, রূপসী বাংলা)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বাংলার প্রতি অগাধ ভালোবাসার সূত্র ধরে তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন :

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর ...

(বাংলার মুখ আমি, রূপসী বাংলা)

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে – এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় – হয়তো বা শঙখচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিঁকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব কাঁঠাল ছায়ায়।
(আবার আসিব ফিরে)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জন কীটস, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পার্সি বিসি শেলীকে বিশ্বসাহিত্যের প্রকৃতির কবি, রোমান্টিক

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কবি বলা হয়। উল্লিখিত কবিদের কবিতায় সবুজ তৃণভূমি, বনাঞ্চল, বিভিন্ন ফুল ও ফল, পাহাড়-পর্বত, নদীর বিভিন্ন রূপ, সাগর, গ্রামীণ দৃশ্য, বিভিন্ন প্রকার বায়ু ও রূপ, সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়, সৈকত ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির দেশজ উপাদান লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতায় কার্তিকের রূপ, জ্যোৎস্না, শালিক-চিলসহ দেশীয় পাখি, ধানসিঁড়িসহ বিভিন্ন নদী, লজ্জাবতী, দখিনা বাতাস ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এসব দিয়ে তিনি কবিতায় শব্দবুনন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং নান্দনিক চিত্রকল্প নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কল্লোল যুগ

কল্লোল প্রজন্মের সবচেয়ে বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। নিজের জীবদ্দশায় খুব বেশি স্বীকৃত না হলেও, জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি কবি হিসাবে বিবেচিত হন। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের সেই পুরোনো ভিক্টোরিয়ান রোমান্টিকতা ছেড়ে তিনিই প্রথম ইম্প্রেশনিস্টিক যুগে প্রবেশ করেন। জীবনানন্দের কবিতায় ইংরেজ ও ইউরোপীয় আধুনিক ভাবধারাপুষ্ট কবি টি এস এলিয়ট, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শেলী প্রমুখদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। জীবনানন্দের কবিতায় যে শূন্যতাবোধ ও এক ধরনের মানসিক ক্লান্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার অনেকটাই ফরাসি সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি শার্ল বোদলেয়ার দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিক ইউরোপীয় কবিতা থেকে সচেতনভাবে পুষ্টি গ্রহণ করে জীবনানন্দের কবিতা বাংলা কাব্যচর্চায় দারুণ বিবর্তন ও বিস্তৃতি নিয়ে এসেছিল। আধুনিক ইম্প্রেশনিস্ট কাব্যের চিত্রকল্পবাদ, প্রতীকীবাদ ও পরাবাস্তববাদ; এ তিনটি ধারার সঙ্গে বাংলা কাব্যের পরিচয় তথা যোগাযোগ ঘটান জীবনানন্দ একাই। আধুনিক ইম্প্রেশনিস্ট ধারায় কবিতা লিখে তার সময়ে বাংলা কবিতায় যে দুর্বোধ্যতা নিয়ে এসেছিলেন জীবনানন্দ, অনেকেই তখন তা মেনে নিতে পারেননি। আজ এত বছর পরে এসে আমরা বুঝতে পারি তিনি তার সময়ের চেয়ে কতটা এগিয়ে ছিলেন, চিন্তা, চেতনা ও পদ্ধতিতে তিনি কতটা আধুনিক ছিলেন এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাতে কী ভীষণ অবদান তিনি রেখে গিয়েছিলেন!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো সাহিত্যে সমাজচেতনার উন্মেষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাসাহিত্যে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষভিত্তিক সমাজচেতনার উন্মেষ দেখা যায়। মার্কসীয় ও ফ্রয়েডীয় ধারায় প্রভাবিত তিরিশের দশকের অনেক কবি সাহিত্যিকরাই রবীন্দ্রবলয় থেকে বেরিয়ে এসে সাম্যবাদী, নৈরাশ্যবাদী ও সুররিয়ালিস্ট ধারার সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হন। কল্লোলের অন্যতম সদস্য বিষ্ণু দের রচনায় এ ধারার সবচেয়ে শৈল্পিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়; তার কবিতায় ধরা পড়ে মার্কসীয় মতাদর্শের বিমুগ্ধ রূপ। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সামাজিক অস্থিরতা, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, শ্রেণিগত বৈষম্য ও আন্দোলন তার রচনায় সরাসরি ছায়া ফেলেছে। তবে মার্কসীয় চেতনার পাশাপাশি বিষ্ণু দে'র বেশ কিছু কবিতায় ফরাসি প্রতীকীবাদের বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়; তার 'সন্দ্বীপের চর' এবং 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

কল্লোলের আরেক কাণ্ডারি বুদ্ধদেব বসু; বাংলাসাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই আধুনিকতার অগ্রদূত হিসাবে তার নাম বললে অত্যুক্তি হবে না কিছু। তাছাড়া কল্লোল গোষ্ঠীর আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধাও ছিলেন তিনি। বিখ্যাত ইংরেজ আধুনিক কবি টি এস এলিয়ট এবং ফরাসি কবি বোদলেয়ারের কাব্যচেতনা দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন বুদ্ধদেব। তাকে অনেকেই আত্মনিমগ্ন সাহিত্যিক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন; তিনি তার রচনায় প্রচলিত রোমান্টিকতার সংজ্ঞাকে ভেঙে নতুন এক ক্রিয়াশীল রোমান্টিক আত্মচেতনার উন্মেষ ঘটান। আধুনিক কবিতার অন্যতম উপাদান হলো সৃজনশীল শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা। বুদ্ধদেব বসু এ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতিকে শুধু আয়ত্তেই আনেননি বরং

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তার রচনায় তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়, শরীরসর্ব স্বমাধুর্যহীন প্রেমের করুণ অথচ হাস্যকর রূপের তিক্ত ছবিও খুব সাবলীলভাবে এঁকেছেন।

কল্লোলকালের সেই সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাবের দারুণ তেজ থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাবান কবির কাব্যসাফল্য, আধুনিক রচনাশৈলী ও চেতনা বাংলা সাহিত্যকে 'আধুনিকতাবাদ' নামক নিরঙ্কুশ আধিপত্যবাদী এক সাহিত্যধর্ম উপহার দিয়েছিল। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, মোহিতলাল মজুমদার ও আরও অনেকেই 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাদের সাহিত্যিক প্রতিভাকে বিকশিত করার পাশাপাশি নিজ প্রতিভাগুণে সময়কে প্রভাবিত করেছেন, বাংলাসাহিত্যকে দেখিয়েছেন এক নতুন পথ। 'কল্লোল'-এর কোলাহল এক সময় থেমে গেলেও এর হাত ধরে বাংলাসাহিত্যের যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা শতবর্ষ পেরিয়ে একালেও চলমান।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE